পাঁচ দিনে ১০ লাখ মানুষ করোনায় আক্রান্ত

বিশ্বে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা সোমবার এক কোটি ৩০ লাখ ছাড়িয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের হিসাবে, কেবল পাঁচ দিনে ১০ লাখের বেশি মানুষ ভাইরাসটিতে সংক্রমিত হয়েছেন।

মহামারী শুরু হওয়ার পর সাড়ে ছয় মাসের মধ্যে এতে আক্রান্ত হয়ে পাঁচ লাখ ৭২ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক টেড্রোস আধানম গেবরিয়াসুস বলেন, এখন পর্যন্ত যতটা জানি, আমরা ‘পুরনো স্বাভাবিকতায়’ ফিরছি না। বিশেষ করে যদি সুরক্ষা পদক্ষেপগুলোর প্রতি অবহেলা করা হয়।

তিনি আরও বলেন, যদি স্পষ্টভাষায় বলতে যাই- বহু দেশ ভুল পথে অগ্রসর হয়েছে। ভাইরাসটি এখন এক নম্বর গণশত্রু হয়ে আছে।

জেনেভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান কার্যালয় থেকে ভার্চুয়াল সংবাদ ব্রিফিংয়ে তিনি জানান, যদি মৌলিক নীতিগুলো মেনে চলা না হয়, তা হলে এই মহামারীর একমাত্র কাজ হবে সামনে এগিয়ে যাওয়া। এতে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটবে। কিন্তু এভাবে চলতে দেয়া যায় না।

সরকারি প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে রয়টার্সের বৈশ্বিক টালিতে জানা গেছে, দক্ষিণ আমেরিকায় প্রাদুর্ভাব দ্রুতগতিতে বাড়ছে।

বিশ্বের মোট আক্রান্ত ও মৃত্যুর অর্ধেকের বেশি হয়েছে আমেরিকায়। যুক্তরাষ্ট্রে ৩৩ লাখের বেশি মানুষ করোনা সংক্রমিত হয়েছেন। দেশটিতে প্রথম দফার সংক্রমণ মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে।

অস্ট্রেলিয়ার শহর মেলবোর্ন ও ইংল্যান্ডের লিসেস্টারের মতো বিভিন্ন জায়গায় দ্বিতীয় দফায় লকডাউন বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

চীনশাসিত হংকংয়ে যদিও দেড় হাজারের মতো মানুষ করোনায় আক্রান্ত, তার পরও সেখানে কঠোরভাবে সামাজিক দূরত্বের পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

তৃতীয় দফায় সংক্রমণের আতঙ্ক থেকেই এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ১০ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রে ৬৯ হাজার ৭০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

এটি এখন পর্যন্ত বিশ্বের কোনো দেশে একদিনে আক্রান্তের রেকর্ড। আর ব্রাজিলে এখন পর্যন্ত ১৮ লাখ ৬০ হাজার মানুষ করোনায় পজিটিভ এসেছে।

আক্রান্তদের মধ্যে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জইর বোলসোনারোও আছেন। দেশটিতে মারা গেছেন ৭২ হাজার মানুষ।

রোববার ২৪ ঘণ্টায় ফ্লোরিয়ায় ১৫ হাজার মানুষ ভাইরাসটিতে সংক্রমিত হয়েছেন। যেটা দক্ষিণ কোরিয়ায় মোট আক্রান্ত রোগীর চেয়ে কিছুটা বেশি। সোমবারও মার্কিন অঙ্গরাজ্যটিতে ১২ হাজার ৬২৪ জনের কোভিড-১৯ পজিটিভ এসেছে।

রয়টার্স বলছে, যুক্তরাষ্ট্রের ৪০ রাজ্যে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও হোয়াইট হাউস কর্মকর্তারা বলছেন, রোগটি তাদের নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে।

হাউস স্পিকার ন্যানসি পেলোসি সিএনএনকে বলেন, প্রেসিডেন্ট ও তার প্রশাসন আমাদের শিশুদের স্বাস্থ্য নিয়ে টালবাহানা করছে। আমরা সবাই চাই, শিশুরা স্কুলে ফিরে যাক, কিন্তু সেটি অবশ্যই নিরাপদে যেতে হবে। সূত্র-যুগান্তর

মেপ্র/আরজেএম

করোনায় মৃত্যু পৌনে ৬ লাখ ছাড়াল

কোভিড-১৯ মহামারী কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না। মৃত্যুর মিছিলে রোজ যোগ হচ্ছেন হাজারও মানুষ। আক্রান্ত হচ্ছেন বহু মানুষ। এরই মধ্যে করোনাভাইরাসে বিশ্বে মৃত্যুর মিছিলে যোগ হয়েছে পৌনে ৬ লাখের বেশি মানুষ। এই তথ্য ওয়ার্ল্ডওমিটারসের।

বিশ্বজুড়ে প্রাণহানির পরিসংখ্যান রাখা আন্তর্জাতিক এই ওয়েবসাইটের

মঙ্গলবার দুপুর ১২টার তথ্যে বলা হয়েছে। বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাসে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ৩২ লাখ ৪০ হাজার ৯৯০ জন। বর্তমানে চিকিৎসাধীন ৪৯ লাখ ৬৩ হাজার ৮৪৫ জন। এদের মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছেন ৫৮ হাজার ৮৮১ জন। মৃত্যুর সংখ্যা ৫ লাখ ৭৫ হাজার ৬২৭ জন। সুস্থ হয়েছেন প্রায় ৭৭ লাখ ৭ হাজার ৩৮৩ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় দুনিয়াব্যাপী মারা গেছেন প্রায় ৪ হাজার মানুষ। একই সময়ে নতুন করে প্রায় দুই লাখ মানুষের শরীরে প্রাণঘাতী এ ভাইরাসটি শনাক্ত হয়েছে।

বিশ্বে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ও মৃত্যু যুক্তরাষ্ট্রে। বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশটিতে মোট আক্রান্ত দাঁড়িয়েছে ৩৩ লাখ ৬০ হাজারের বেশি, যা বিশ্বের মোট আক্রান্তের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। তবে জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাবে এই সংখ্যা একটু কম, ৩৩ লাখ ১ হাজার ৮২০ জন।

যুক্তরাষ্ট্রে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৩৫ হাজার ৫৮২ জন। জনস হপকিনস বলছে, মৃত্যু ১ লাখ ৩৫ হাজার ১৭১ জন।

লাতিন আমেরিকার বৃহত্তম দেশ ব্রাজিলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৮ লাখ ৮৭ হাজার ৯৫৯ জনের শরীরে ভাইরাসটি শনাক্ত হয়েছে। এ ছাড়া ভারতে ৯ লাখ ৭ হাজার ৬৪৫ জন (তৃতীয়), রাশিয়ায় ৭ লাখ ৩৩ হাজার ৬৯৯ জন (চতুর্থ) এবং পেরুতে ৩ লাখ ৩০ হাজার ১২৩ জনের (পঞ্চম) শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে।
শীর্ষ দশে থাকা অন্য দেশগুলো হলো– চিলি (৩ লাখ ১৭ হাজার ৬৫৭ জন), মেক্সিকো (৩ লাখ ৪ হাজার ৪৩৫ জন), স্পেন (৩ লাখ ৩ হাজার ৩৩ জন), যুক্তরাজ্য (২ লাখ ৯০ হাজার ১৩৩ জন) ও দক্ষিণ আফ্রিকা (২ লাখ ৮৭ হাজার ৭৯৬ জন)।

মৃতের হিসেবেও শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ব্রাজিলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭২ হাজার ৯২১ জনের মৃত্যু হয়েছে। যুক্তরাজ্যে তৃতীয় সর্বোচ্চ ৪৪ হাজার ৮৩০ জন, মেক্সিকোতে চতুর্থ সর্বোচ্চ ৩৫ হাজার ৪৯১ জন এবং ইতালিতে পঞ্চম সর্বোচ্চ ৩৪ হাজার ৯৬৭ জনের প্রাণহানি হয়েছে।

এ হিসেবে শীর্ষ দশে রয়েছে– ফ্রান্স (মৃত্যু ৩০ হাজার ২৯ জন), স্পেন (মৃত্যু ২৮ হাজার ৪০৬ জন), ভারত (মৃত্যু ২৩ হাজার ৭২৭ জন), ইরান (মৃত্যু ১৩ হাজার ৩২ জন) ও পেরু (মৃত্যু ১২ হাজার ৫৪ জন)।

এ ছাড়া রাশিয়ায় ১১ হাজার ৪৩৯ জন, বেলজিয়ামে ৯ হাজার ৭৮২ জন, জার্মানিতে ৯ হাজার ১৩৯ জন, কানাডায় ৮ হাজার ৭৯০ জন, চিলিতে ৭ হাজার ২৪ জন, নেদারল্যান্ডসে ৬ হাজার ১৩৭ জন, সুইডেনে ৫ হাজার ৫৩৬ জন, কলম্বিয়ায় ৫ হাজার ৪৫৫ জন, তুরস্কে ৫ হাজার ৩৮২ জন, পাকিস্তানে ৫ হাজার ২৬৬ জন, ইকুয়েডরে ৫ হাজার ৬৩ জন, চীনে ৪ হাজার ৬৩৪ জন, দক্ষিণ আফ্রিকায় ৪ হাজার ১৭২ জন, মিসরে ৩ হাজার ৯৩৫ জন, ইন্দোনেশিয়ায় ৩ হাজার ৬৫৬ জন, ইরাকে ৩ হাজার ২৫০ জন, বাংলাদেশে ২ হাজার ৩৯১ জন ও সৌদি আরবে ২ হাজার ২৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। সূত্র-যুগান্তর

মেপ্র/আরজেএম

করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে বিয়েতে নিষেধাজ্ঞা ইরানে

মহামারী করোনাভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে বিয়ে, জানাজা ও লোক সমাগম হয় এমন সব সামাজিক অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করছে ইরান।

শনিবার টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এক ভাষণে এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন বন্ধের আহ্বান জানান দেশটির প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি।

প্রেসিডেন্টের এ ঘোষণার পরপরই এক পুলিশ কর্মকর্তা রাজধানী তেহরানে বিয়ে এবং জানাজার মতো সব ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করেন। খবর মিডল ইস্ট মনিটরের।

গত বছর ডিসেম্বরে চীনের উহান শহর থেকে বিশ্বজুড়ে ছড়ায় করোনাভাইরাস। এ মহামারীর বিস্তার রোধে কিছুদিন লকডাউনে ছিল ইরান। কিন্তু অর্থনীতি বাঁচাতে গত এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে দেশটির সরকার ধীরে ধীরে লকডাউন শিথিলের সিদ্ধান্ত নেয়।

এতে অর্থনীতির চাকা কিছুটা সচল হলেও ভাইরাসের বিস্তার উদ্বেগজনক

হারে বাড়তে শুরু করে। শনিবার ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেয়া তথ্যানুযায়ী দেশে কোভিড-১৯ মহামারীতে এখন পর্যন্ত ১২ হাজার ৬৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। মোট আক্রান্ত দুই লাখ ৫৫ হাজার ১১৭ জন।

রুহানি বলেন, ‘আমাদের অবশ্যই দেশজুড়ে অনুষ্ঠান আয়োজন এবং গণজমায়েত বন্ধ করতে হবে। হোক সেটা জানাজা, বিয়ে বা পার্টি। এটা উৎসব বা সেমিনার আয়োজনের সময় নয়।’ চলতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাও স্থগিত হতে পারে বলে জানান তিনি।

ইরানের সরকারি কর্মকর্তাদের বিশ্বাস, এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন থেকেই দেশে দ্বিতীয়বারের মতো করোনাভাইরাস সংক্রমণ উদ্বেগজনক হারে ছড়িয়ে পড়ছে।

ভাইরাসের বিস্তার রোধে যদি এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় তবে এই মহামারীতে ইরানে ৫০ থেকে ৬০ হাজার মানুষের মৃত্যু হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে গঠিত দেশটির টাস্কফোর্স কমিটি।

কমিটির উপদেষ্টা হোসেইন কেনাতি বলেন, ‘ভাইরাসের দ্বিতীয় দফা সংক্রমণ শুরু হতে যাচ্ছে এবং সেটি আরও বেশি প্রাণঘাতী হবে।’ যুক্তরাষ্ট্রের নানা নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরানের অর্থনীতি আগে থেকেই ভঙ্গুর হয়ে আছে। ফলে দীর্ঘ লকডাউনের ধাক্কা সামলানো সম্ভব নয়।

এ বিষয়ে রুহানি বলেন, ‘সব থেকে সহজ উপায়- সব কিছু বন্ধ করে দেয়া। কিন্তু কয়েকদিন পরেই জনগণ এর প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসবে, যার ফলে গোলযোগ সৃষ্টি হবে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং চাপ তৈরি হবে। এ কারণে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দীর্ঘদিন বন্ধ রাখা সম্ভব হবে না।’ সুত্র-যুগান্তর

মানবদেহে করোনার ভ্যাকসিনের

সফল পরীক্ষার দাবি রাশিয়ার

মানবদেহে করোনাভাইরাসের সম্ভাব্য ভ্যাকসিনের প্রথম ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে দাবি করেছে রাশিয়ার স্টেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সেকেনভ।

১৮ জুন মস্কোর সেকেনভ বিশ্ববিদ্যালয় করোনার ভ্যাকসিনের ট্রায়াল শুরু করে। গত বুধবার প্রথম ধাপের স্বেচ্ছাসেবকদের হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং ২০ জুলাই দ্বিতীয় ধাপের স্বেচ্ছাসেবকরা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে। খবর এনডিটিভির।

সেকেনভ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রান্সলেশনাল মেডিসিন অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি ইনস্টিটিউটের পরিচালক ভাদিম তারাসভ বলেন, সেকেনভ বিশ্ববিদ্যালয় করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে বিশ্বের প্রথম ভ্যাকসিনের সফলভাবে পরীক্ষা শেষ করেছে।

সেকেনভ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল প্যারাসিটোলজি, ট্রপিকাল অ্যান্ড ভেক্টর-বর্ন ডিজিজ ইনস্টিটিউটের পরিচালক আলেকজান্ডার লুকাশেভের বলেন, গবেষণার এই পর্যায়ের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ভ্যাকসিনের সুরক্ষা প্রদর্শন করা যা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ভ্যাকসিনের সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে গেছে। এটি বর্তমানে বাজারে থাকা এই ভ্যাকসিনগুলোর সুরক্ষার সঙ্গে মিলে গেছে।
ট্রান্সলেশনাল মেডিসিন অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি ইনস্টিটিউটের পরিচালক ভাদিম তারাসভ বলেন, ভ্যাকসিনের আরও উন্নয়নের বিষয়টি নিয়ে পরিকল্পনা করা হচ্ছে এবং বাজারে ছাড়ার সম্ভাবনা যাচাই করা হচ্ছে।

বিজ্ঞানী ভাদিম তারাসভ আরও বলেন, সেকেনভ বিশ্ববিদ্যালয় মহামারী পরিস্থিতিতে কেবল একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবেই নয়, একটি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত গবেষণা কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করেছে যা করোনার ওষুধ উৎপাদনেও সক্ষম।
তিনি বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে আমরা শুরু থেকেই এই ভ্যাকসিন উদ্ভাবনে কাজ করছি। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের আগের গবেষণা, প্রটোকল উন্নয়নে কাজ করেছি। আর এখন ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চলমান আছে।

এর আগে রাশিয়ায় করোনা ভ্যাকসিনের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের অংশ হিসেবে ১৮ জুন ১৮ জন এবং ২৩ জুন ২০ জন স্বেচ্ছাসেবীর দেহে তা প্রয়োগ করা হয়। আশা করা যাচ্ছে এই পরীক্ষার ফলাফল আগামী আগস্টে

৭০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যার কবলে চীন

একটানা ভারি বৃষ্টির কারণে চীনে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে। কার্যত বন্যার পানিতে ভাসছে দেশটির পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চল।

গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে হুবেই, জিয়াংজি এবং ঝেঝিয়াং প্রদেশের হাজার হাজার ঘরবাড়ি পানিতে তলিতে গেছে। উঁচু বাঁধের ওপর আশ্রয় নিয়েছে লাখ লাখ মানুষ।

কিন্তু পানির চাপে বাঁধগুলোতেও ফাটল দেখা দিয়েছে। কখন ভেঙে পড়ে, সেই আশঙ্কায় পালা করে রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে অধিবাসীরা। খবর সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের।

খবরে বলা হয়েছে, গত ৭০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছে চীন। চলতি বছরের জুন মাস থেকেই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলজুড়ে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। কিন্তু বর্ষার শুরুতেই নতুন মাত্রায় ভারিবৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে।

লাগাতার এই বর্ষণে একাধিক নদীর পানি উপচে প্লাবিত হয়েছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। কয়েকটি নদীর পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। কোথাও কোথাও ভূমিধসের ঘটনা ঘটছে।

নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের লাখ লাখ মানুষকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এবারের বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ৩ কোটি ৪০ লাখ অধিবাসী। এখন পর্যন্ত বন্যা ও ভূমিধসে প্রায় ১৪০ জন নিহত হয়েছে।

চীনের পূর্বাঞ্চলে জিয়াংজি প্রদেশে নদী তীরবর্তী বাঁধে আশ্রয় নিয়েছে এই অঞ্চলের কয়েক লাখ অধিবাসী। কিন্তু নদীর পানির চাপে বাঁধগুলোতেও ফাটল দেখা দিয়েছে। যে কোনো সময় ভেঙে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জিয়াংজি প্রদেশের শাংগ্রাওয়ের পোয়াং অঞ্চলে সি নদীর তীরবর্তী বাঁধে পরিবারসহ আশ্রয় নিয়েছেন উ শেংসন। শনিবার রাতেও তার নির্ঘুম গেছে। অঝোর বৃষ্টির মধ্যেই বাঁধ ভেঙে পড়ার ভয়ে আরও কয়েক হাজার মানুষের সঙ্গে সারা রাত জেগে পাহারা দিয়েছেন তিনি।

আগের রাতগুলোর মতো এ দিন রাতেও উ শেংসনের পাহারার পালা শুরু হওয়ার পরপরই ঝড়বৃষ্টি হয়। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে। অদূরে মুহুর্মুহু বজ্রপাত হয়। উ তখনও দুরুদুরু বুকে বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে।

সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টকে এক সাক্ষাৎকারে রাত জেগে বাঁধ পাহারা দেয়ার সেই অভিজ্ঞতা শেয়ার করে উ বলেন, ‘মনে মনে একটু ভয়ও পাই। কয়েকদিন ধরেই একটানা ভারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেয়া হচ্ছে।’

উ শেংসন মূলত চীনের সর্ববৃহৎ সাধুপানির হৃদ পোয়াং লেকের কাছেই ওযানলি গ্রামে একজন সরকারি কর্মকর্তা কাজ করেন।

কিন্তু একটানা বৃষ্টির কারণে গত রোববারই ইয়াংসিকিয়াং নদীর পানি উপচিয়ে লেকের পানি ২২.৫ মিটার পর্যন্ত পৌঁছেছে, যা এ যাবতকালের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর ফলে শানগ্রাও অঞ্চলের বহু ছোট-বড় শহর ও গ্রাম তলিয়ে গেছে।

সংক্রমণে ফের নতুন রেকর্ড ভারতে, একদিনেই আক্রান্ত ২৮৬৩৭

ভারতে করোনাভাইরাস সংক্রমণে ফের নতুন রেকর্ড হলো। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে সর্বাধিক সংক্রমণ হয়েছে।

দেশটিতে শনিবার সকাল ৮ থেকে রোববার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৮ হাজার ৬৩৭ জন শনাক্ত হয়েছেন।

এ নিয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ ভারতে কোভিড রোগীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৮ লাখ।

ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে এনডিটিভি।

ভারতীয় এ সংবাদমাধ্যম জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২৮ হাজার ৬৩৭ জন। দেশটিতে একদিনে আক্রান্তের হিসাবে এটিই সর্বোচ্চ। মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৮ লাখ ৪৯ হাজার ৫৫৩।

দেশটিতে ইতিমধ্যেই করোনায় মোট মৃত্যু হয়েছে ২২ হাজার ৬৭৪ জনের। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৫৫১ জনের।

তবে সংক্রমণ বাড়লেও সুস্থ হয়ে ওঠার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৫ লাখ ৩৪ হাজার ৬২১ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১৯ হাজার ২৮৬ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, সংক্রমণের দিক থেকে দেশের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে মহারাষ্ট্র। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ২ লাখ ৪৬ হাজার ৬০০।

এর পরই রয়েছে তামিলনাড়ু। সেখানে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১ লাখ ৩৪ হাজার ২২৬। এর পর রয়েছে দিল্লি। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ১ লাখ ১০ হাজার ৯২১ জন। এরপর রয়েছে গুজরাট (৪০,৯৪১), কর্নাটক (৩৬,২১৬), উত্তরপ্রদেশ (৩৫,০৯২), পশ্চিমবঙ্গ (২৮,৪৫৩)। সূত্র-যুগান্তর

মেপ্র/আরজেএম

আইপিএলের জন্য নির্ধারিত স্টেডিয়াম করোনা সেন্টারে

পরিণত

মহামারী করোনার থাবা থেকে রেহাই পেতে ভারতে বিশ্বকাপ খেলার মাঠ এখন করোনা সেন্টারে রূপান্তরিত হয়েছে।

বেঙ্গালুরুতে করোনার সংক্রমণ ও মৃত্যু সংখ্যায় লাগাম টেনে ধরতে না পেরে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্টেডিয়াম এম চিন্নাস্বামীকে কোভিড কেয়ার সেন্টারের পরিণত করতে বাধ্য হয়েছে কর্ণাটক সরকার। খবর হিন্দুস্তান টাইমসের।

শুধু তাই নয় বেঙ্গালুরু প্যালেস ও বেঙ্গালুরু ইন্টারন্যাশানাল এগজিবিশন সেন্টারকেও করোনা সেন্টারে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ২৪ ঘণ্টায় শুধু বেঙ্গালুরুতেই ১ হাজার ৩৭৩ জন আক্রান্তের পর এমন ব্যবস্থা নিল রাজ্য সরকার।

এ বিষয়ে কর্ণাটক রাজ্যের কোভিড ম্যানেজমেন্ট ইনচার্জ আর আশোকা জানিয়েছেন, করোনা রোগীর সংখ্যা বাড়লেও বেঙ্গালুরুর বাসিন্দাদের আতঙ্ক হওয়ার কিছু নেই। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজন সব সরঞ্জামাদি এবং প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। করোনা রোগীদের পরিষেবা দিতে বর্তমানে ৬০০ অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা আছে।

সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় বেঙ্গালুরুতে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজার ৩৭৩ জন। যা গত ২৪ ঘন্টায় করোনা বিধ্বস্ত মুম্বই ও চেন্নাইয়ের থেকেও বেশি। একদিনে মুম্বাইয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১২৬৮। বৃহস্পতিবার সেই রেকর্ডকেও ছাপিয়ে গেছে বেঙ্গালুরু।

বেঙ্গালুরুতে এখনও পর্যন্ত ১৬ হজার ৫৩১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ব্যাঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম ভারতীয় ক্রিকেটে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভেন্যু। ১৯৮৭, ১৯৯৬, ২০১১ বিশ্বকাপ, ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, আইপিএলসহ সব সিরিজ এবং টুর্নামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ ভেন্যু হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছিল এই স্টেডিয়ামটি। সূত্র-যুগান্তর

এবার ভারতীয় সব টিভি চ্যানেল বন্ধ করল নেপাল

দিন যত যাচ্ছে ভারতের সঙ্গে নেপালের উত্তেজনা ততই বাড়ছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই আরও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল নেপাল সরকার। গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে দেশটিতে ভারতীয় সব টিভি চ্যানেল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

নেপাল সরকারের পক্ষে অভিযোগ করা হয়েছে, নেপাল সরকার এবং সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে লাগাতার মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে।

সম্প্রতি চীনের সঙ্গে সংঘাতের পাশাপাশি শিরোনামে উঠে এসেছে ভারত-নেপাল বিরোধ। নেপালের নতুন মানচিত্র প্রকাশের পর ভারত এবং নেপালের সম্পর্ক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

গতকাল বৃহস্পতিবার নেপালের শাসক দলের মুখপাত্র নারায়ণ কাজি শ্রেষ্ঠা অভিযোগ করেন, ভারতীয় সংবাদ চ্যানেলগুলোতে নেপালবিরোধী অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কে অবমাননামূলক মন্তব্য করা হচ্ছে।

তার এমন বক্তব্যের পরই ক্যাবলে সব ভারতীয় সংবাদ চ্যানেল বন্ধ হয়ে যায়। কবে আবার তা দেখা যাবে, ক্যাবল অপারেটররা কিছু বলতে পারেননি।

এদিকে ভারতের কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে, লাদাখ নিয়ে চীনের সঙ্গে চড়া সুরে বিবাদের আবহে দিল্লি এখনই কাঠমান্ডুর সঙ্গে মতভেদকে প্রাধান্য দিতে চায় না। নেপালের এই পদক্ষেপের পেছনে চীনের উস্কানির বিষয়টিও মাথায় রেখেছে দিল্লি। সূত্র: আনন্দবাজার।

বলিভিয়ার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট আনেজ করোনায় আক্রান্ত

এবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলিভিয়ার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট জিয়ানাইন আনেজ। এক টুইট পোস্টে বৃহস্পতিবার তিনি নিজেই এমন তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জিয়ানাইন আনেজ বলেন, আমার করোনা পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছে। তবে আমি ভালো আছি। আইসোলেশনে থেকেই কাজ চালিয়ে যাব।

টুইটারে পোস্ট করা এক ভিডিওতে তিনি আরও বলেন, আরেকটি পরীক্ষা করার আগে আমি দুই সপ্তাহ কোয়ারেন্টিনে থাকব।-খবর এএফপির

কয়েক দিনের ব্যবধানে করোনায় আক্রান্ত হওয়া দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট হলেন আনেজ। এর আগে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারো মঙ্গলবার এ প্রাণঘাতী মহামারীতে সংক্রমিত হওয়ার কথা জানিয়েছেন।

এ ছাড়া দক্ষিণ আমেরিকার আরেক সরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ভেনিজুয়েলার সাংবিধানিক পরিষদের প্রেসিডেন্ট ডিওসডাডো কাবেলোও কোভিড-১৯ রোগে পজিটিভ এসেছেন।

দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর পরে তাকেই দ্বিতীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

আর সাম্প্রতিক কয়েক দিনে আনেজের মন্ত্রিসভার চার সদস্যও ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হয়েছেন। পূর্বসতর্কতা হিসেবে বুধবার সিনেট প্রেসিডেন্ট ইভা কোপা আইসোলেশনে চলে যান।

আনেজ বলেন, গত কয়েক সপ্তাহে অনেক লোকের করোনা পজিটিভের কথা বিবেচনায় নিয়ে আমি পরীক্ষা করেছি এবং তাতে পজিটিভ ফল এসেছে।

আগামী দুই মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন হতে যাচ্ছে বলিভিয়ায়। এর মধ্যেই দেশটির অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্টের করোনা আক্রান্তের খবর এসেছে।

সেপ্টেম্বরে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রথমে তিনি বিরোধিতা করলেও পরে তাতে রাজি হন। তিনি বলেছিলেন, করোনার কারণে এ নির্বাচন এক কিংবা দুই মাস স্থগিত রাখা উচিত।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই সিদ্ধান্ত থেকে তিনি সরে এসেছেন। বলিভিয়ার সমাজতন্ত্রী প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেস ক্ষমতা ছেড়ে দেশ থেকে পালিয়ে গেলে গত বছরের নভেম্বরের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব নেন রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ আনেজ।

করোনায় বিপর্যস্ত দক্ষিণ আফ্রিকা, ১৫ লাখ কবর খুঁড়ে রাখার প্রস্তুতি

করোনায় ভয়াবহ হয়ে উঠছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যায় আফ্রিকা মহাদেশে শীর্ষে আছে দেশটি। পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কায় আগাম কবর খুঁড়ে রেখে প্রস্তুতি নিচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

দেশটির গাওতেং প্রদেশেই এসব কবর খোঁড়া হচ্ছে। দেশটিতে করোনার সবচেয়ে বড় হট স্পট এই প্রদেশ। গাওতেং কর্তৃপক্ষ নিজ দায়িত্বে এসব কবর খুঁড়ছে। অন্তত ১৫ লাখ কবর খোঁড়ার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

প্রাদেশিক কাউন্সিলের সদস্য ডা. বান্দিলে মাসুকু জানান, এটি অস্বস্তিকর একটি সিদ্ধান্ত। এখন জনসাধারণের দায়িত্ব, এসব কবরের যাতে প্রয়োজন না হয়।
রাজধানী প্রেতোরিয়া এবং দেশটির সবচেয়ে বড় শহর জোহান্সবার্গ গাওতেং প্রদেশেরই অন্তর্ভুক্ত। জোহান্সবার্গ এই অঞ্চলের রাজধানী। গাওতেংয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ৭১ হাজার ছাড়িয়ে গেছে, যা দেশের মোট আক্রান্তের ৩৩ শতাংশ।

চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস হানা দেয় দক্ষিণ

আফ্রিকায়। এরইমধ্যে দুই লাখ ১৫ হাজারের বেশি মানুষ করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন। এর মধ্যে মারা গেছেন ৩ হাজার ৬০২ জন।